Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মঙ্গলবার the ৩১ day of **অক্টোবর , ২০২৩**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১০৮৮/২০১২ ও ৫০২৫/২০১২

১. বিশ্বজিৎ সেন

২. শ্রী সাধন চন্দ্র দত্ত Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৯/০৮/২০২০ খ্রিঃ; ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ; ০৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ, ২০/০৩/২০২২ খ্রিঃ, ২১/০৬/২০২৩ খ্রিঃ; ২৪/০৮/২০২৩ খ্রিঃ; ও ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ; ১৮/১০/২০২৩ খ্রিঃ ও ২৬/১০/২০২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী

জনাব টিপু কুমার নাথ

-------------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)

--------------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১০৮৮/২০১২ নং মামলার বিগত ১২/০৭/২০১৮ ইং তারিখের আদেশ মতে সিদ্ধান্ত হয় যে উক্ত মামলা অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫০২৫/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে।

ইহা দুইটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১০৮৮/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **উত্তর জোয়ারা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ১৪৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিল বর্নিত আর এস ৩১০ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন গুরুদাস সেনের পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র চন্দ্র, সুখেন্দু বিকাশ, ও সুধাংশু বিমল সেন। উক্ত রমনী মোহন ও সুখেন্দু বিকাশ তৎ স্বত্বাংশীয় ভূমি উইলমূলে বাদীগনের পূর্ববর্তী গোপাল সেন প্রকাশ নৃপতি সেন বরাবর হস্তান্তর করেন। গোপাল সেন মরনে প্রার্থীক বিশ্বজিৎ সেন ও রাজিব সেন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। রাজিব সেন স্থানান্তরে থাকায় অত্র মামলায় প্রার্থীক হননি।

অপর আর এস রেকর্ডী যোগেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও সুধাংশু ওয়ারীশবিহীন মৃত্যুতে তাদের সম্পত্তি ভ্রাতা প্রসন্ন কুমার পায়। প্রসন্ন কুমার মরনে ০৫ পুত্র যথা প্রার্থীকের পিতা গোপাল প্রকাশ নৃপতি, ভূপতি, বিভূতি, বিমল ও সুবতি ওয়ারীশ থাকে। তাদের নামে বি এস জরিপ হয়। তাদের কারো হাল সাং ভারত লিপি নেই। সুখেন্দু তাহার স্বত্বাংশীয় ভূমি উইলমূলে হস্তান্তর করায় তাহার পুত্র স্বপন কুমার চৌধুরীর নাম ভিপি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভুল ও ভিত্তিহীন হয়। প্রার্থীক ওয়ারীশ সূত্রে নালিশী ভূমি প্রত্যর্পণ পাবার হকদার। নালিশী সম্পত্তি ভি.পি কেস নং ৬২-৭৭-৭৮ মূলে সাধন চন্দ্র দে ইজারা প্রাপ্ত হলেও তিনি প্রার্থীকের কোন আত্নীয় নন এবং খতিয়ানের অংশীদারও নন।

প্রার্থীকপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, প্রকাশিত গেজেটে ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস ৪০৯ খতিয়ানের বি এস ৬০১২ ও ৬০১৪ নং দাগ উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত আর এস দাগের সামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৩৯, ৯৪৪৪ নং দাগ হয় এবং উক্ত দুই দাগে জমির পরিমান ৩৮ শতক। প্রার্থীক মৌরশী ও ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৫০২৫/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **উত্তর জোয়ারা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ১৫৫ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিল বর্নিত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন, ক্ষিতিষ চন্দ্র রক্ষিতের পুত্র নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত ও জিতেন্দ্র কুমার রক্ষিত। তৎমতে আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানে উপরিস্থ স্বত্বের কলামে তাদের নাম প্রচারিত আছে। উক্ত নগেন্দ্র কুমার ও জীতেন্দ্র কুমার রক্ষিত থেকে ১৯/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখে ১৫৯১ নং কবলামুলে যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুখেন্দু বিকাশ সেন ও সুধাংশু বিমল সেন তাদের স্ত্রী গণ তথা বিনোদীনি সেন, পারুল সেন, নীহার মল্লিক ও রাধারানী সেন এর বেনামীতে খরিদ করেন। পরবর্তীতে উক্ত যোগেন্দ্র, দেবেন্দ্র সুখেন্দু ও সুধাংশ ১৯৬৫ সনে তফসিলোক্ত

ভুমি প্রার্থীক বরাবর অর্পণ পূর্বক স্বস্ত্রীক ভারতবাসী হন। প্রার্থীক ভি.পি মামলা নং ৬২/৭৮-৭৯ নং মামলা মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তি ইজারা প্রাপ্ত হন। প্রার্থীক তাহার মৌরশী সম্পত্তির সহিত সংলগ্নীয় ভুমি হিসাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলকার থাকায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

১০৮৮/২০১২ নং মামলায় ১-৫ নং সরকার প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তপসিলোক্ত ভূমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ১৪৪ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে তফসিলোক্ত .০৮ একর ভুমি জনৈক ব্যাক্তিকে কে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

৫০২৫/২০১২ নং মামলায় ১-৫ নং সরকার প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তপসিলোক্ত ভূমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ১৫৫ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৬২/৭৮-৭৯ মূলে তফসিলোক্ত .৩৮ একর ভুমি জনৈক ব্যাক্তিকে কে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং- ১০৮৮/২০১২)**

১। প্রার্থীক তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৫০২৫/২০১২)**

১। প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৮৮/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **বিশ্বজিৎ সেন (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **৩১০** নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১

২। বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। খাজনা রশিদের মূল কপি	প্রদর্শনী ৩ সি
৪। ১১/০৯/১৯৮৩ ইং তারিখের প্রবেট এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৪
৫। ১৬/০৬/১৯৪৯ ইং তারিখের উইলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৫
৬। আর এস বি এস দাগের মিলামিল সংবাদের নকল	প্রদর্শনী-৬
৭। ওয়ারীশ সনদপত্র ২ ফর্দ	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ
৮। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী- ৮
৯। জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি	প্রদর্শনী-৯

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৫/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **সাধন চন্দ্র দত্ত (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী -১
২। জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি	প্রদর্শনী ২
৩। ওয়ারীশ সনদপত্রের মূলকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ৩০৮ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের সি.সি ও বি এস মাঠ পর্চার আসল	প্রদর্শনী-৫ সি
৬। ডি সি আর এর মূলকপি	প্রদর্শনী-৬ সি.
৭। আবেদনের সি.সি ও লীজ এগ্রিমেন্টের মূলকপি	প্রদর্শনী-৭ সি
৮। সূট রেজিস্টারের সি.সি প্রদর্শনী-	প্রদর্শনী-৮
৯। মিস মামলা নং ৫৩৪/২০১৬ মামলার আদেশের কপি	প্রদর্শনী-৯

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ৫০২৫/১২ নং মামলায় ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কে এবং ১০৮৮/২০১২ মামলায় রঞ্জন কুমার দেব কে (Op.W.1) হিসাবে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ও প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৫/২০১২)

প্রার্থীপক্ষে সাধন চন্দ্র দত্ত (Pt.W.1) এবং **সরকার প্রতিপক্ষে কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে অনুসমর্থন করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। অত্র মামলায় প্রার্থীক তফসিলোক্ত আর এস ৩০৮ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ নং দাগের মোট ৩৮ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। অর্পিত সম্পত্তির গেজেট প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, আর এস ৩০৮ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস ৪০৯ নং খতিয়ানের বি এস ১০১২ ও ১০১৪ নং দাগের মোট ৩৮ শতক ভূমি ২৮/১০/১৯৭৮ ইং তারিখে ভি.পি মামলাং ৬২/৭৮-৭৯ মূলে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত করা হয় যাহার মালিক ছিল গুরুদাশ সেনের পুত্র মহেন্দ্র লাল সেন ও অন্যান্য। ১০৮৮/২০১২ নং মামলায় দাখিলীয় সংবাদের স্লিপ **(প্রদর্শনী-৬)** প্রকাশমতে, আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস দাগ ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ যাহা বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত হয়। সুতরাং গেজেটে স্পঠত বি এস দাগ খতিয়ান ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

Pt.W.1 এর দাখিলী আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের সি.সি (প্রদর্শনী-৪) হতে দেখা যায়, আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের ৩৮ শতক চাকরান স্বত্বে মালিক ছিল গোবিন্দ রাম দে এর পুত্র শশী কুমার ও রমনী কুমার এবং উক্ত সম্পত্তির উপরিস্থ মালিক ছিলেন নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত গং। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে উক্ত উপরিস্থ মালিক নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত ও জীতেন্দ্র কুমার রক্ষিত ১৯/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখে ১৫৯১ নং কবলামুলে যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুখেন্দু বিকাশ সেন ও সুধাংশু বিমল সেন দের স্ত্রী গণ তথা বিনোদীনি সেন, পারুল সেন, নীহার মল্লিক ও রাধারানী সেন এর বরাবর উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। দাখিলী উক্ত ১৫৯১ নং কবলা (প্রদর্শনী-১০)পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত কবলামুলে নালিশী আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়নি। তবে ইহা সত্য যে, যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুখেন্দু বিকাশ সেন ও সুধাংশু বিমল গুরুদাশ সেনের পুত্র হয়। দাখিলীয় বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ-৫ এবং গেজেট প্রদ-১ হতে পাই যে গুরুদাশ সেনের পুত্রগণ ভারতবাসী হওয়ায় তাদের স্বত্বীয় ৩৮ শতক ভুমি অর্পিত হয়। দাখিলীয় লিজ এগ্রিমেন্ট ও অন্যান্য দলিলাদি প্রদর্শনী- ৭, ৭(ক)-৭(চ) সিরিজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীক শ্রী সাধন চন্দ্র দত্ত উক্ত সম্পত্তির লীজ প্রাপ্ত হয়েছে। সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় প্রার্থীকের সহিত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ভারতবাসী যোগেন্দ্র লাল সেন গং দের সাথে ওয়ারীশসূত্রে কোন ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রার্থীক নিজেই স্বীকার করেছেন যোগেন্দ্র গং ভারতবাসী হবার কালে উক্ত সম্পত্তি তিনি অর্পণসূত্রে প্রাপ্ত

হয়ে পরবর্তীতে উহা লীজমূলে ভোগদখলে আছেন। যেহেতু প্রার্থীক তফসিলোক্ত ভূমিতে লীজসূত্রে দাবিদার, সেহেতু প্রার্থীক *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারায় বর্ণিতমতে অবমুক্তি পাবার উপযুক্ত মালিক শ্রেনীভুক্ত নন। সুতরাং তফসিলোক্ত ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সার্বিক বিবেচনায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের প্রতিকুলে নিস্পত্তি করা হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৮৮/২০১২)

প্রার্থীপক্ষে বিশ্বজিৎ সেন (Pt.W.1) এবং **সরকার প্রতিপক্ষে রঞ্জন কুমার দেব (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে অনুসমর্থন করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। অত্র মামলায় প্রার্থীক তফসিলোক্ত আর এস ৩০৮ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০, $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ নং দাগের মোট ৩৮ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। **কিন্তু প্রার্থীকপক্ষ অত্র মামলায় অর্পিত সম্পত্তির যে গেজেট (প্রদর্শনী-৮) দাখিল করেছেন তা পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থীকের দাবিকৃত সম্পত্তি আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ নং দাগভুক্ত সম্পত্তি হয়। প্রার্থীকপক্ষ তাহার দাখিলীয় দরখাস্তে প্রথমে ৩০৮ নং খতিয়ান দাবি করলেও পরবর্তীতে উহা সংশোধনক্রমে আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে মতে তফসিল পরিবর্তন করেননি।**

আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের সি.সি **(প্রদর্শনী-১)** হতে দেখা যায়, আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৪৮ শতক বাড়ী রকম ভুমির মূল মালিক ছিলেন গুরুদাশ সেনের ৫ পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র চন্দ্র, সুকেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। প্রার্থীপক্ষ আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন সেন তাহার প্রাপ্তাংশীয় ভুমি ১৬/০৬/১৯৪৯ ইং তারিখে ভ্রাতা প্রসন্ন কুমার সেন এর পুত্র নৃপতি রঞ্জন সেন বরাবর অর্পনের দাবি করেছেন। দাখিলকৃত উইলপত্রের কপি প্রদ-৪ দ্বারা উহা প্রমাণিত। প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায়, আর এস ৩১০ খতিয়ানের ৫৯৯৫ নং দাগের ৮ শতক ভুমি উইলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আবার প্রবেটের কপি প্রদর্শনী-৪(ক) হতে প্রতীয়মান হয়, ১১/০৯/১৯৮৩ ইং তারিখে উইল গ্রহীতা নৃপতি রঞ্জন সেন উক্ত উইলের প্রবেট অর্জন করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি নৃপতি রঞ্জন সেন প্রবেটমূলে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় সংবাদের কপি প্রদর্শনী- ৬ হতে দেখা যায় আর এস ৫৯৫৯ দাগের সামিল বি এস দাগ ৯৪৪৫ যাহা বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে গেজেটে (প্রদর্শনী-৮) বি এস খতিয়ান ৫২০ এবং দাগ ১৬৪৪ লিপি ভুল হয়েছে। বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ-২ পর্যালোচনা দেখা যায় উক্ত আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস ৯৪৪৫ দাগের ৪৮ শতক ভুমি প্রসন্ন কুমার সেন এর পুত্রগনের নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কেউ ভারতবাসী হয়েছেন এমনটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু দাখিলীয় গেজেট প্রদর্শনী-৮ হতে দেখা যায়, গেজেটের ১৪৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ৩১০ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং -১৬৩/৭৯-৮০ মূলে

২৪/১০/১৯৭৯ ইং তারিখে অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি শ্রেনীভুক্ত করা হয় এবং মালিক হিসাবে সুকেন্দু বিকাশ সেনের পুত্র ভারতবাসী স্বপন কুমার সেন এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কেউ ভারতবাসী না হওয়া স্বত্বেও বি এস ৯৪৪৫ দাগের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হওয়া বে-আইনী ও ভিত্তিহীন মর্মে আমি বিবেচনা করি। মহামান্য আপীল বিভাগ Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177 মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করে ভি.পি মামলা চালু হলে তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ২৪/১০/১৯৭৯ ইং তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

একইভাবে অত্র মামলার নালিশী আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ ও ৫৯৯৪/৬৯৬২ নং দাগের সামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ নং দাগের মোট ৩৮ শতক ভুমি ভি.পি মামলা নং ৬২/৭৮-৭৯ মামলামূলে বিগত ২৮/১০/১৯৭৮ ইং তারিখে অর্পিত শ্রেনীভুক্তি করায় তাহাও বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে করা হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রার্থীক বিশ্বজিৎ সেন অত্র ১০৮৮/২০১২ মামলায় ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে আর এস ৩১০ খতিয়ানের ৫৯৯৫ দাগে অর্পিত হওয়া ৮ শতক সম্পত্তি অবমুক্তি বিষয়ে তাহার দরখাস্ত ও জবানবন্দিতে উল্লেখ করলেও তফসিলে ভিপি মামলা নং ১৬৩/৭৯-৮০ নং মূলে অর্পিত আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের ৩৮ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, আইনজীবীর ভুলের কারনে বিষয়টি তফসিলভুক্ত হয়নি মর্মে আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। তারপরও প্রার্থীক ভিপি মামলা নং ১৬৩/৭৯-৮০ নং মূলে অর্পিত আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের ৩৮ শতক ভুমি অবমুক্তি পাবার হকদার কিনা তাহা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

৫০২৫/২০১২ মামলার গেজেট প্রদ-১ ও প্রদর্শনী- ৭(খ) লিজ এগ্রিমেন্ট হতে প্রতীয়মান হয়, গুরুদাশ সেন এর ০৪ পুত্র যোগেন্দ্র লাল সেন, দেবেন্দ্র লাল সেন, সুকেন্দু বিকাশ সেন ও সুধাংশু বিমল সেন ভারতবাসী হয় এবং যে ৩৮ শতক ভুমি অর্পিত হয় উহার মালিক দেখানো হয় মহেন্দ্র লাল সেন পিতা-গুরুদাশ সেন। কিন্তু মহেন্দ্র লাল সেন নামীয় কোন পুত্র গুরুদাশ সেনের ছিল মর্মে পাওয়া যায়নি।

১০৮৮/২০১২ মামলায় দাখিলীয় বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থীক বিশ্বজিৎ সেন এর পিতা গোপাল কৃষ্ণ সেন প্রকাশ নৃপতি সেন হয়, যিনি প্রসন্ন কুমার সেন পুত্র হয়। আবার আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ ও ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদ-৭ হতে প্রমাণিত যে, প্রসন্ন কুমার সেন, রমনী মোহন সেন, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুকেন্দু বিকাশ সেন ও সুধাংশু বিমল সেন পরস্পর আপন ভ্রাতা এবং গুরুদাশ সেনের পুত্র হয়। ৫০২৫/২০১২ নং মামলায় দাখিলীয় আর এস ৩১০ নং খতিয়ান প্রদ- ৪

পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের ৩৮ শতক বাড়ী ও পথ রকম ভুমি গোবিন্দ রাম দে এর পুত্র শশী কুমার ও রমনী কুমার চাকরান হিসাবে মালিক ছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তির উপরিস্থ মালিক ছিলেন নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত গং। উক্ত ৩৮ শতক সম্পত্তি আর এস রেকর্ডীগনের নিকট হতে গুরুদাশ সেন বা বি এস রেকর্ডী গুরুদাশ সেন এর পুত্র ও পুত্রের ওয়ারীশ গণ কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন তার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা দালিলিক প্রমাণ প্রার্থীকপক্ষ প্রদান করেননি। এমতাবস্থায় গুরুদাশ সেনের পুত্র ও তৎ ওয়ারীশগনের নামে বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ান ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়। সেই সাথে আর এস ৩০৮ খতিয়ানের সম্পত্তি ভুলক্রমে মহেন্দ্র লাল সেন ও অন্যান্য পিতা- গুরুদাশ সেনের নামে ভুলক্রমে লিপি হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

অত্র মামলার প্রার্থীকের পিতামহ প্রসন্ন কুমার সেন নালিশী অর্পিত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশিত মালিক ভারতবাসী যোগেন্দ্র লাল সেন গং পরস্পর আপন ভ্রাতা হন। সেই সূত্রে প্রার্থীক যোগেন্দ্র সেন গং দের ওয়ারীশ হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তফসিলোক্ত ৩৮ শতক সম্পত্তিতে ভারতবাসীগনের স্বত্ব স্বার্থ প্রশ্নবিদ্ধ এবং বি এস রেকর্ড ভিত্তিহীন হওয়ায় প্রার্থীক ওয়ারীশসূত্রে উক্ত সম্পত্তির দাবির অধিকারী নন। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক বরাবর তফসিলোক্ত ৩৮ শতক ভুমি অবমুক্তি প্রদানের কোন সুযোগ নেই বলে আমি বিবেচনা করি।

তবে প্রার্থীকের পিতা গোপাল সেন প্রঃ নৃপতি রঞ্জন সেন প্রবেট মুলে আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন সেনের অংশীয় আর এস ৩১০ খতিয়ানের ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি যাহা ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মুলে ভুলক্রমে স্বপন কুমার সেন এর নামে অর্পিত হয়েছে, উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে কোনরুপ বাধা নেই বলে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় তফসিলোক্ত ৩৮ শতক ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার নন বিধায় প্রার্থীকের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

উল্লেখ্য যে তফসিলোক্ত আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগের সামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ দাগের **৩৮ শতক ভুমি প্রকৃত মালিক গং দের অনুপস্থিতিতে সরকার প্রতিপক্ষের মালিকানায় শাসন ও সংরক্ষনে থাকবে।**

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল ১০৮৮/২০১২ নং ও ৫০২৫/২০১২ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ বিষয়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

উল্লেখ্য যে, তফসিলোক্ত আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ ও $\frac{৫৯৯৪}{৬৯৬২}$ নং দাগ তৎসামিল বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৩৯ ও ৯৪৪৪ নং দাগের আন্দরে ৩৮ শতক সম্পত্তি প্রকৃত মালিকগনের অনুপস্থিতিতে সরকারের মালিকানায় থাকবে এবং সরকার তা আইনানুসারে শাসন-সংরক্ষন বা হস্তান্তর করতে পারবে।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।